তারিখ 22 JAN 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রথম আলো

# ঢাকা কলেজে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের বিরোধ, গুলি

## অন্তত তিনজন আহত। সাতটি মোটরসাইকেলে আগুন

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ●

আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ঢাকা কলেজ শাখা ছাত্রলীগের বিবদমান দুটি পক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এ সময় এক পক্ষ ফাঁকা গুলিও ছোড়ে। ক্যাম্পাসে থাকা সাতটি মোটরসাইকেল পুড়িয়ে দেওয়া হয়। প্রতিপক্ষের পিটুনিতে অন্তত তিনজন আহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় এ ঘটনা ঘটে।

৪০-৪৫ মিনিট ধরে চলা এ ঘটনায় ক্যাম্পাসে অবস্থানরত সাধারণ শিক্ষার্থীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। ক্যাম্পাস থেকে বেরিয়ে অনেকেই মূল সড়কে অবস্থান নেন।

ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় ও ঢাকা কলেজ শাখার নেতা-কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ঘটনায় জড়িত দুটি পক্ষই সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এস এম জাকির হোসাইনের অনুসারী। গত ১৭ নভেম্বর কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সহসভাপতি নূরে আলম ভূঁইয়াকে আহ্বায়ক করে ঢাকা কলেজ শাখার কমিটি গঠন করা হয়। ওই দিন রাতে তিনি নিজের অনুসারীদের নিয়ে ক্যাম্পাসে ঢুকতে চাইলে যুগ্ম আহ্বায়ক হিরণ ভূঁইয়া, শেখ রাসেল, রাসেল মাহমুদসহ আরও কয়েকজন তাঁদের ক্যাম্পাসে ঢুকতে দেননি। তাঁরা শুধু নূরে আলমকে আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাসের একটি কক্ষে থাকতে দেন।

প্রত্যক্ষদর্শী কয়েকজন ছাত্র বলেন, গতকাল সন্ধ্যায় নূরে আলমের অনুসারীরা অস্ত্র, চাপাতি, লাঠিসোঁটা নিয়ে পাঁচটি ছাত্রাবাসে প্রতিপক্ষের নেতা-কর্মীদের ওপর অতর্কিত হামলা চালান। তাঁদের মারধর করেন। এ সময় অন্তত ২০-২৫টি ফাঁকা গুলির শব্দ শোনা গেছে। পরে হিরণ ভূঁইয়া, শেখ রাসেল, রাসেল মাহমুদসহ তাঁদের অনুসারী নেতা-কর্মীরা হল ছেড়ে পালিয়ে যান। একপর্যায়ে নূরে আলমের অনুসারীরা উত্তর ছাত্রাবাসের সামনে থাকা সাতটি মোটরসাইকেলে আগুন ধরিয়ে দেন। ক্যাম্পাসের প্রতিটি ছাত্রাবাসের দখল নেন তাঁরা।

পুড়িয়ে দেওয়া মোটর সাইকেলগুলোর একটি এটিএন বাংলার ক্যামেরাপারসন মতিউর রহমানের। তিনি *প্রথম আলো*কে বলেন, পরিচিত ছোট ভাইয়ের সঙ্গে তিনি দেখা করতে সেখানে গিয়েছিলেন।

আহত তিনজন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন। তাঁরা হলেন রাসেল, মামুন ও কাজল। তাঁদের পুরো পরিচয় জানা যায়নি।

রাত ৭টা ৩৫ মিনিটের দিকে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি কলেজ ক্যাম্পাসে ঢোকে। এরপর পরিস্থিতি শান্ত হয়। রাত নয়টার দিকে হিরণ ভূঁইয়া, শেখ রাসেল ও রাসেল মাহমুদের অনুসারীরা রড, লাঠি ও চাপাতি নিয়ে কলেজ ক্যাম্পাসে ঢোকার চেষ্টা করেন। পুলিশ তাঁদের বাধা দেয়। ক্যাম্পাসের ভেতরে থাকা নেতা-কর্মীরা তখন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক জাকির ও আহ্বায়ক নূরে আলমের নামে স্লোগান দিতে থাকেন।

পুলিশের রমনা বিভাগের উপকমিশনার মারুফ হোসেন সরদার ঘটনাস্থলে গিয়ে উত্তর ছাত্রাবাস তল্লাশির নির্দেশ দেন। পরিচয়পত্র না থাকায় পুলিশ কয়েকজনকে আটক করে।

রাতে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত রমনা বিভাগের উপকমিশনার মারুফ হোসেন সরদার ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, তাঁরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছেন। কী কারণে ঘটনাটি ঘটেছে, তা পর্যবেক্ষণ করছেন।

জানতে চাইলে হিরণ ভূঁইয়া বলেন, 'রাজু ভাই (নূরে আলম) ঢাকা কলেজে একক আধিপত্য বিস্তার করতে চান। এ জন্য সবাইকে বের করে দিয়েছেন।'

হামলার কথা অস্বীকার করে নূরে আলম *প্রথম আলো*কে বলেন, ঘটনার সময় তিনি ক্যাম্পাসে ছিলেন না। তাঁর কোনো পক্ষ নেই। সাধারণ শিক্ষার্থী ও ছিনতাই-চাঁদাবাজির সঙ্গে জড়িত ছাত্রলীগের একটি পক্ষের মধ্যে ঝামেলা হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন। সাধারণ শিক্ষার্থীদের কাছে অস্ত্র আছে কি না, এই প্রশ্নের জবাবে নূরে আলম বলেন, কোনো গোলাগুলির ঘটনা ঘটেনি।

সাধারণ সম্পাদক এস এম জাকির হোসাইন বলেন, 'শুনেছি বহিরাগতরা অতর্কিত হামলা করেছে।' দুই পক্ষই তার অনুসারী কি না, জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'ছাত্রলীগে কোনো পক্ষ নাই। যারাই এর সঙ্গে জড়িত, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'